ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলতে প্রাকৃতিক সম্পদ (সূর্যের আলো, বায়ু, জল, বায়োমাস, বায়োগ্যাস ইত্যাদি) থেকে উৎপাদিত 'নেট শূন্য কার্বন' জ্বালানিকে বোঝায় যা ক্রমাগত পুনঃব্যবহারযোগ্য। নবায়নযোগ্য জ্বালানির রূপান্তর হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে জীবাশ্মভিত্তিক (তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লা) জ্বালানি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে বৈশ্বিক জ্বালানি খাতের পরিবর্তন। জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-২৮) ২০৩০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে তিনগুণ বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং দ্বিগুণ জ্বালানি দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে দেশগুলো সম্মতি জানিয়েছে এবং এই অঙ্গীকার পরবর্তী সম্মেলনেও (কপ-২৯ ও কপ-৩০) অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত সক্ষমতা ২৮,৬১৬.৫ মেগাওয়াট (মে.ও.); যার মধ্যে নবায়নযোগ্য অংশের স্থাপিত সক্ষমতা মাত্র ১,৩১৪.৭ মে.ও. (৪.৬%)। ২০১০-২০২৩ সময়কালে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থের বিদেশি বিনিয়োগ হলেও এর ৯৬.৭% জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক খাতে এবং মাত্র ৩.৩% নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১২২১.৪ মে.ও. সক্ষমতাসম্পন্ন মাত্র ১৭টি গ্রিড সংযুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প রয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের সম্প্রসারণ ও কার্বন নিঃসরণের ক্রমবৃদ্ধি প্যারিস চুক্তি, আইএনডিসি এবং টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীত পদক্ষেপ এবং আমদানিকৃত জ্বালানি ও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান ক্ষুদ্র অবদান এবং চলমান প্রকল্পগুলোর ধীর অগ্রগতি ২০৫০ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক নয় বলে অংশীজনদের আশঙ্কা রয়েছে। এর আগেও টিআইবির ২০২২ সালের গবেষণায় দাতা ও স্বার্থবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের নীতি করায়ত্ত এবং আমদানিনির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করাসহ বিদ্যমান নীতি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে টিআইবি মনে করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে: নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা, আইন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা এবং গবেষণায় চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এ গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে তবে গবেষণার প্রয়োজন সাপেক্ষে ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে ১৪টি নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (মন্ত্রণালয়, বিপিডিবি, স্রেডা, পরিবেশ, ভূমি ও মৎস অধিদপ্তর, বিইআরসি, ইডকল, জেলা প্রশাসন, সরকারি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, আইপিপি, ডেসকো); জ্বালানি ও ইআইএ বিশেষজ্ঞ; অর্থনীতিবিদ; মানবাধিকারকর্মী; জনপ্রতিনিধি; গণমাধ্যমকর্মী ইত্যাদি অংশীজনের সাক্ষাৎকার; প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণের ফোকাস দলীয় আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়কাল কী?

উত্তর: এই গবেষণায় অক্টোবর ২০২৪ - নভেম্বর ২০২৫ সময়ের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: গবেষণার পরিধি কতটুকু?

উত্তর: এই গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে ২০০৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আইন, নীতি, পরিকল্পনা ও বিধি-বিধান এবং ২০১২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ের তথ্যসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণ।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণার বিভিন্ন-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্নসূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্নস্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই ও বাছাই করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে একাধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা, আইন ও বিধি-বিধান; নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি; প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা; অবকাঠামো ও কার্যকরতা; বিনিয়োগ কাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্পের অগ্রগতি; আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়; স্বপ্রণোদিত এবং চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রকাশ; ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা; তদারকি এবং নিরীক্ষা; অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থা; পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা; ক্রয় ও দরপত্র প্রক্রিয়া; প্রকল্প অনুমোদনে বিবিধ চুক্তি সম্পাদন; প্রণোদনা ব্যবস্থা; স্থান নির্বাচন; পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নসহ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ; স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, জীবিকা এবং কর্মসংস্থান; প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন; পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন ও পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান; ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়, ক্ষতিপূরণ নিরূপণ এবং বিতরণ; ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন অংশীজনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ ও মন্তব্য কী কী?

উত্তর: গবেষণায় দেখা গেছে, জ্বালানি নীতি ও পরিকল্পনাসমূহে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে পর্যাপ্ত অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে না। নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার ভিন্নতা ও অসংগতি এবং সমন্বয়হীনতা এ খাতের সময়াবদ্ধ লক্ষ্য অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ। বাস্তবতা, সক্ষমতা ও বিদ্যমান কাঠামোর পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ ছাড়াই একদিকে যেমন জ্বালানি মহাপরিকল্পনায় বিদ্যুৎ চাহিদার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অন্যদিকে, জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়নি। গবেষণায় আরও দেখা যায় জ্বালানি পরিকল্পনায় উন্নয়ন অংশীদার কর্তৃক বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট স্বার্থের কারণে কৌশলগতভাবে সরকারের নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি খাত জ্বীবাশ্মভিত্তিক নীতির দ্বারা প্রভাবিত এবং এতে অধিক মাত্রায় ভর্তুকি ও ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়; অন্যদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে প্রণোদনার ঘাটতি ও বেসরকারিকরণের নীতি সামগ্রিকভাবে এই খাতকে কর্পোরেট উদ্যোক্তা কর্তৃক 'জিম্মি' করে তোলার ঝুঁকি তৈরি করেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের ক্রয় ও দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান; প্রকল্প অনুমোদন, বিবিধ চুক্তি সম্পাদন, বিদ্যুতের দাম নির্ধারণে নানাবিধ অনিয়ম বিদ্যুতের দাম নির্ধারণে প্রভাব ফেলেছে এবং সার্বিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির জন্য বিদেশ নির্ভরতা প্রবল। এখাতের উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগের ঘাটতিসহ নানাবিধ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) কে দুর্বল করে রাখা এ খাতের প্রসারে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষকরে ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মামলা, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতনে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও বিচার না হওয়াসহ অপরাধীদের দায়মুক্তি প্রদান যা নবায়নযোগ্য প্রকল্পের উদ্যোক্তাদেরও অন্যান্য জ্বীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের মতই অনিয়ম ও দুর্নীতিতে আরও উৎসাহিত করেছে। সার্বিকভাবে, জ্বীবাশ্ম জ্বালানির চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম নীতিগত অগ্রাধিকার পাচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি; এর রূপান্তর ও প্রসারে নীতিকাঠামোতে যতটুকু নীতি ও আইনি বিধান উল্লেখ আছে সেখানেও দুর্বলতা রয়েছে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের সক্ষমতার ঘাটতি ও তাদের যথাযথ ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থতা এবং বিনিয়োগ ও অর্থায়নে নানাবিধ ঘাটতিসহ উল্লেখযোগ্যভাবে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান যা নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরে অন্যতম বাধা।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অন্তর্বর্তী সরকার, অংশীজন ও তাদের সকল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি-সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব-সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এ ছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

****